ফেরারি

ফেরারি

সুহাসিনী

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

উ ৎ স র্গ প ত্র

মানুষ আত্মহত্যা করে, শুনেছি বহুবার। তবে কোনো কারণ ছাড়া নিজেই নিজেকে নিহত করা যায়—এমন অদ্ভুত এক শোরগোল শুনেছিলাম ২০১৬-১৭'র দিকে। কুমিল্লা সেনানিবাসে এক দরিদ্র বাবার সন্তান টিউশনি শেষ করে এমনই ঘটনা ঘটিয়েছিল। উঁহু, কথাটা আমার নয়। চিকিৎসা বিভাগের কিছু অসুস্থ মস্তিষ্ক ডাক্তার এবং প্রশাসনের।

টিউশনি শেষ করে বাসায় ফেরার পথে একটা মেয়ে ধর্ষিত হওয়ার পর খুন হলো। লাশ পাওয়া গেলো সেই সেনানিবাসের ভেতরেই। ময়নাতদন্তে ধর্ষণের বিষয়টি পুরোপুরিই প্রায় চেপে যাওয়ার উপক্রম। ভাগ্যিস, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছিল। ওদেরই আন্দোলন আর সারা দেশের মানুষের বিক্ষোভের চাপে পড়ে আবার কবর থেকে লাশ তোলা হলো। দ্বিতীয়বার একটা শরীরে ময়নাতদন্ত। হ্যাঁ, ধর্ষণের পর খুন। কিন্তু কে করলো জানেন?

জানেন না?

আমিও জানি না। দেশের জন্য ধর্ষক খুঁজে পাওয়াটা কোনো বড়ো খবর নয়। তাই এসব নিয়ে মাথাব্যথা করতে নেই।

এখানে ধর্ষণ হয়। ধর্ষিতা হয়। কিন্তু ধর্ষক বলে কেউ থাকে না। শুধু ধর্ষিতাদের সম্মান যায়, প্রাণ যায়।

বলছি তনুর কথা। আমার বোন সে। আচ্ছা, আপনারও তো বোন, তাই না? জানতে ইচ্ছে করে না—আপনার বোনকে কে ধর্ষণ করে হত্যা করলো?

আমার না ভারি জানতে ইচ্ছে করে। খুব করে ওদের চিনতে সাধ জাগে। আমার, আমার খুব ইচ্ছে করে এই 'ফেরারি' উপন্যাসের ফেরারি হয়ে সেইসব পশুদের এতটা ভয়ংকর শাস্তি দিতে, যাদের পরিণতি দেখে আবারও কোনো পশু তনুদের দিকে তাকাতেও ভয়ে নিজের বুকে নিজেই এক খাবলা থুথু ছিটায়।

আমার বোনকে ভুলতে পারবেন না। ভুলতে দেবোও না। তনু আপা, উপন্যাসটি আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। তনুদের জন্য একজন ফেরারিকে সত্যিই খুব করে দরকার।

মুখবন্ধ

ফেরারি চরিত্রটা আমার লেখালেখি জীবনের সবচেয়ে বড় একটা 'ড্রিম প্রজেক্ট'। যখন আমার কোনো বই প্রকাশ হয়নি, তারও আগে থেকে আমি এই চরিত্রটাকে একটা স্বপ্ন থেকে বাস্তবিক রুপে নিয়ে আসার চেষ্টা করে গেছি।

দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ধরে একটা চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছি। আর সম্ভবত সেকারণেই *ফেরারি* প্রকাশিত হবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই পাঠক সেটা লুফে নিয়েছেন।

শত শত পাঠকের প্রিয় বইয়ের তালিকায় *ফেরারি* দেখে আমি আবেগাপ্লুত হই, মুগ্ধ হই, সাহস পাই। তারা নতুন মূদ্রণ না আনার জন্য অভিমান করেন!

ফেরারি উপন্যাসটি মূলত ফেরারি সিরিজের প্রথম বই। এই চরিত্র নিয়ে আমার আরও কাজ করার ইচ্ছে, এই সিরিজ আমি একটামাত্র বইয়েই থামিয়ে রাখতে চাই না। সিরিজের দ্বিতীয় বই *কেউ না জানুক* থেকে শুরু করে পাঠক যতদিন ভালোবাসবে, ততদিন ফেরারিকে নিয়ে নতুন নতুন গল্প তৈরি করে যাবো।

সেজন্যই ইচ্ছে ছিল—আমার ড্রিম প্রজেক্টের প্রথম বইটি লক্ষ লক্ষ পাঠকের কাছে একেবারে সাশ্রয়ী মূল্যে পৌঁছে যাক। অবশেষে 'প্রিমিয়াম পাবলিকেশন' সেই দায়িত্ব নিয়েছে।

বর্তমান বাজারের সাথে তুলনামূলকভাবে *ফেরারি* বইটি তারা অবিশ্বাস্য ছাড় মূল্যে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার করেছেন।

এবার বাকি দায়িত্বটা আমি আমার *ফেরারি*র পাঠকদের হাতে

তুলে দিতে চাই। আপনারা যারা বইটি পড়েছেন, পড়ছেন কিংবা পড়বেন, ফেরারির কথা জানিয়ে দিন আপনার মতই সেই সকল মননশীল পাঠকের কাছে।

ফেরারি মানেই আপনি, আমি, আমরা সবাই। নিজেদের কথা বলার সময় তো এখনই।

সুহাসিনী
২২ জুন ২০২৩

ফেরারি